দৈনিক বাংলা

তারিখ 17 NOV 1990
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ১

22

এইচএসসি'র ফেলের হার

দেশের সবগুলো শিক্ষাবোর্ডের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার (এইচএসসি) ফল বেরিয়েছে। প্রথমে বেরিয়েছিল ঢাকা বোর্ডের। সবশেষে বেরিয়েছে রাজশাহী বোর্ডের। সবগুলো বোর্ডেরই পরীক্ষার ফল, এক কথায়, চরম হতাশা-ব্যঞ্জক। পূর্ববর্তী যে কোন বছরের তুলনায় অনেক বেশী নৈরাশ্যকর। অবশ্য আমাদের দেশে এইচএসসি কিংবা এসএসসি পরীক্ষার ফল কখনোই গর্ব করার মত ছিল না। সবসময় এই পরীক্ষাগুলোতে পাসের চাইতে ফেলের হার বেশী থাকে। কিন্তু এ বছরের ফেলের হার অতীতের সব রেকর্ড ম্লান করে দিয়েছে। ঢাকা বোর্ডে ফেলের হার ৬৯ শতাংশ, কুমিল্লা ৭০ শতাংশ, যশোর ৭২ শতাংশ ও রাজশাহী বোর্ডে ফেলের হার ৭৩ শতাংশ। অর্থাৎ দেশের এই হারে বিশেষ কোন পার্থক্য নেই।

প্রতিবছর এসএসসি ও এইচএসসিতে এই বিরাট সংখ্যক ছাত্রছাত্রীদের অকৃতকার্য হওয়ার ঘটনাটি কেবল হতাশাব্যঞ্জকই নয়, উদ্বেগজনকও। আমাদের এই দরিদ্র দেশেও শিক্ষাখাতে ব্যয় বড় একটা কম হয় না। এই ব্যয়টি, এক অর্থে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিনিয়োগ। কেননা, একটি সুশিক্ষিত জাতি উন্নয়নের পূর্বশর্ত। আমাদের যদি একটি উন্নত জাতি হিসেবে বিশ্বে বুক ফুলিয়ে দাঁড়াতে হয় তাহলে তার জন্য এ শিক্ষাই হবে সর্বোৎকৃষ্ট হাতিয়ার। শিক্ষার মাধ্যমেই কেবল দেশে উপযুক্ত জনশক্তি গড়ে তোলা সম্ভব। এই কারণেই শিক্ষা ক্ষেত্রে আমাদের বিশেষভাবে অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু বিভিন্ন পরীক্ষায় বিশেষ করে এইচএসসি ও এসএসসি পরীক্ষার ফলাফলে দেখা যাচ্ছে জাতীয় জীবনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এই খাতে আমরা আশংকাজনকভাবে পিছিয়ে আছি এবং ক্রমশ আরও পিছিয়ে যাচ্ছি।

অস্বীকার করার উপায় নেই যে কোন কোন স্কুল-কলেজের পরীক্ষার ফল খুবই চমকপ্রদ। সেখানেই ছাত্রছাত্রীরা সবাই প্রশংসনীয় কৃতিত্বের পরিচয় দিয়ে থাকে। এতে অনুমিত হয় যে দেশের সব ভাল ছাত্রছাত্রী শুধুমাত্র ঐ কটি স্কুল-কলেজেই ভর্তি হয়েছিল। অবশ্য ঐসব ছাত্রছাত্রীর কৃতিত্ব কতটা তাদের নিজেদের আর কতটা তাদের প্রাইভেট টিউটরদের সেটাও ভেবে দেখবার বিষয়। তা সত্ত্বেও এটা আলোকিত দিক। কিন্তু অন্ধকার দিকটাই তো ব্যাপকতর। এমনও দেখা গেছে যে কোন কোন স্কুল-কলেজ থেকে একজন পরীক্ষার্থীও পাস করতে পারে নাই। এটা কি চরম উদ্বেগের বিষয় নয়?

স্কুল-কলেজের পরীক্ষায় ছাত্রছাত্রীদের এই শোচনীয় ব্যর্থতার কারণ কি? এর জন্য আমরা কাদের দুষব? কোন পরিস্থিতি এর জন্য দায়ী? আসল সমস্যাটা কোথায়? ফেলের হার বৃদ্ধির একটা কারণ খুব স্পষ্ট। তা হল পরীক্ষায় অবৈধপন্থা অনুসরণের ব্যাপারে অত্যধিক কড়াকড়ি আরোপ। কিন্তু বুঝতে অসুবিধা হয় না যে মূল সমস্যাটি অন্যত্র। অধ্যাপনা, অধ্যয়ন ও পঠন-পাঠনের ক্ষেত্রে মারাত্মক গলদ থাকার কারণেই পরীক্ষায় ছাত্রছাত্রীদের এই শোচনীয় ব্যর্থতা।

আসলে দু'চারটি ভাল কলেজ ছাড়া অন্য কোথাও তেমন পড়াশোনা হয় না। অধিকাংশ কলেজে পঠন-পাঠনের ন্যূনতম পরিবেশও নেই। কলেজ কর্তৃপক্ষও তা নিয়ে মাথা ঘামায় না। শিক্ষায়তনগুলো যেন ছাত্রছাত্রীদের স্রেফ বোর্ডের পরীক্ষায় অবতীর্ণ হওয়ার একটা মাধ্যমে পরিণত হয়েছে। আবার একশ্রেণীর ছাত্রছাত্রীও জ্ঞান অর্জনের পরিবর্তে সার্টিফিকেট লাভকেই ব্রত মনে করছে। সব মিলিয়ে শিক্ষা-ব্যবস্থায় একটা করুণ অবস্থা বিরাজ করছে। আর তার প্রতিফলন ঘটছে পরীক্ষায় ক্রমবর্ধমান ফেলের হারের ভিতর দিয়ে।

এই অবস্থার আমূল পরিবর্তন প্রয়োজন। শিক্ষাক্ষেত্রে যে ধস নেমেছে তা ঠেকাতে হবে। পাসের হার বৃদ্ধির সঠিক উপায় খুঁজে বের করতে হবে। জানতে হবে বর্তমান শোচনীয় অবস্থার কারণ কি? আর এ ব্যাপারে কালহরণের কোন অবকাশ নেই। এই দায়িত্ব নিতে হবে গোটা সমাজকে। মনে রাখতে হবে শিক্ষাই কেবল আমাদের এগিয়ে নিতে হবে। আর এই ক্ষেত্রে এগুতে না পারলে আমরা আরও অনেক পিছিয়ে যাব। তখন আর সেখান থেকে ফেরবার পথও থাকবে না।